অবশেষে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটকদের প্রবেশে উন্মুক্ত

করোনা ভাইরাসের কারনে বন্ধ থাকার দির্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে অবারো মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে সকলকে স্বাস্থবিধি মেনে বাধ্যমূলক মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করার জন্য একটি বিঙ্গপ্তি দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

গত মঙ্গলবার থেকে মুজিবনগর মেইন গেটে একটি জরুরী বিঙ্গপ্তি টানিয়ে দিয়ে সকল দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

যেখানে লিখে দেয়া হয়েছে সকলে স্বাস্থবিধি মেনে, সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ প্রবেশ করুন।মাস্ক ব্যাতীত ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না।

ভয়বহ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ মুজিবনগর কমপ্লেক্সে সাধারন দর্শনার্থীদের প্রবেশ পুরোপুরিভাবে নিশেধাঙ্গা ঘোষনা করা হয়েছিলো।

তারপর থেকে মুজিবনগরের ভিতরে কোন পর্যটক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ৫ মাস পর আবারো সেটা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দর্শনার্থীরা এখন চাইলেই স্বাস্থবিধি মেনে মাস্ক পরিধান করে মুজিবনগরে প্রবেশ করতে পারছে। আর সেটা দেখভাল করার জন্য গেটে দায়িত্বে রয়েছে আনসার ব্যাটেলিয়ান সদস্যরা। তারা সকল দর্শনার্থীদের মাস্ক বাবহার করে স্বাস্থবিধি মেনে চলাফেরা করার জন্য অবহিত করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান,স্বাস্থবিধি মেনে দির্ঘ ৫ মাস পর মুজিবনগর সৃতিকমপ্লেক্স দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে মাস্ক ব্যাতিত কোন দর্শনার্থীরা মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না।

করোনা ভীতি উপেক্ষা, আলমডাঙ্গায় ঠান্ডুর জানাজায় শত শত মানুষ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আশাবুল হক ঠান্ডুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় বড়বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় করোনা ভীতি উপেক্ষা করে শত শত মানুষ অংশ নেয়।

আশাবুল হক ঠান্ডুর জানাজায় অংশ গ্রহন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী, পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর,

জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি খোস্তার জামিল, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমেন হাসান হেজায়ার্দ্দার অনিক, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, কাজি খালেদুর রহমান অরুন, খাদিমপুর ইউপির চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সচিব ও আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম।

এরআগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আশাবুল হক ঠান্ডু বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে মৃত্যুবরন করেন। তার লাশ গভীর রাতে এসে পৌছায় আলমডাঙ্গার বড়বোয়ালিয়ায় গ্রামের বাড়িতে। তার লাশ দাফনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শুক্রবার সকাল ১০ টায়।

এদিকে, সকাল ১০ টার আগেই বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মানুষ জানাজার স্থানে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার

নেতাকর্মীরা। নিহত ঠান্ডুর নিজের ও আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ করোনা ভীতি উপেক্ষা করে জানাজায় অংশ নিতে দেখা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই বড়বোয়ালিয়া স্কুল মাঠ ও পাশের খোলা জায়গা মানুষে ভর্তি হয়ে যায়।

প্রথমদিকে, থানার ওসি আলমগীর কবীর মাইকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্ত অতিরিক্ত মানুষের চাপে শেষ পর্যন্ত জানাজায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরে ইয়াবা ও ফেন্সিডিলসহ যুবলীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৩’শ ৭২পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল সহ ফারুক হোসেন (২৭) নামে এক ওর্য়াড যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত রাতে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিতপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত ফারুক ওই এলাকার ইকবাল হোসেনের ছেলে।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে পৌরসভার বড়বামনদাহ গ্রামের পন্ডিত পাড়ার ফারুক হোসেনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ফারুক বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করে পায়ে গুরতর আঘাত পায়। এসময় পুলিশ তাকে আটক করে। পরে ফারুকের স্বীকারোক্তিতে বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বাথরুমের ছাদ থেকে বিস্কুটের প্যাকেটে থাকা ৩’শ ৭২ পিচ ইয়াবা ও ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

ওসি জানান, আটক ফারুকের বিরুদ্ধে ৩৬ (১) এর ১০ (ক) ও ১৪(ক)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। যার মামলা নং- ০৩। পায়ে গুরতর আঘাত পাওয়ায় তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে পুলিশ পাহারায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আটককৃত ফারুক হোসেন পৌরসভার ০৮ নং ওর্য়াড যুবলীগের প্রস্তাবিত সভাপতি।

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলবেন দেশবরণ্য ব্যক্তিরা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ‘মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা’ শীর্ষক সাংবাদিকদের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামিকাল ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা’ এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে।

শুক্রবার সকালে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক আলামিন হোসেন, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, একুশে টিভি প্রতিনিধি ফারুক হোসেন প্রমুখ। অবহিতকরণ সভায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিবচর্চা শীর্ষক প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি রুপরেখা তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

তিনি উপস্থাপনায় বলেন, শতঘন্টা মুজিবচর্চার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আলোচনা করবেন।

৩সেপ্টেম্বর কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক, ৫ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের সাবেক মহকুমা প্রশাসক ড. তৌফিক এলাহি চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলবেন।

এভাবে দেশ বরণ্য বিভিণ্ন রাজনৈতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক যারা বঙ্গবন্ধুকে জানেন তাদের নিয়ে মূলত এ প্রোগ্রামটি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি প্রোগ্রামে সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টদের জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে রাখা হবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উত্তর পাশে ৬ ফুট জমি ছেড়ে দেওয়ার দাবি

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উত্তর পাশ দিয়ে ৬ ফুট রাস্থা ছেড়ে দিয়ে সীমানা প্রাচির দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পার্শবর্তি জমির মালিক ও কৃষকরা।

এ দাবি নিয়ে ৩৮ জনের স্বাক্ষর করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত আবেদন করেছেন।

লিখিত আবেদনে তারা জানান, মেহেরপুরের শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের দান ও সহযোগিতায় ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজ। এখানে অনেক দানশীল ব্যক্তি জমি দান করেছেন। কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে বিশাল আবাদী মাঠ। দানশীল ব্যক্তিদের ওয়ারিশ এবং তাঁদের জমি ক্রয় সূত্রে অনেকে মালিক হয়ে আমরা চাষাবাদ করছি।

আবেদনে আরো জানান, কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যাম্পাস ঘেরা না থাকায় কলেজের ভিতর দিয়ে কলেজ চলাকালিন সময়ের আগে পরে মাঠের চাষী হিসেবে আমরা জমি চাষাবাদ করছি এবং মাঠের ফসল ঘরে তুলেছি। বর্তমানে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পুর্ণ ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ করছেন।

কলেজ ক্যাম্পাসের সকল দিকের বাউন্ডারী ওয়াল দেওয়ায় আমরা কলেজের পূর্ব পার্শ্বের বিশাল মাঠের কৃষকবৃন্দ আবদ্ধ হয়ে পড়ছি যাহাতে মাঠের ফসল ঘরে তোলা ও চাষাবাদ করা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন । এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কলেজের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে ছয় ফুট জায়গা ছেড়ে বাউন্ডারী ওয়াল দেওয়ার দাবি জানান।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার জানান, সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে বিধি মেনেই আমাকে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে ডিজিটাল ম্যাপ হয়ে গেছে। সে মোতাবেক সীমনা প্রাচির করা হচ্ছে।

গাংনী রংমহল সীমান্তে গাঁজাসহ মাদক পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্তে ১৬ কেজি গাঁজাসহ নজরুল শেখ নামের এক মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি।

শনিবার ভোররাতে সীমান্তবর্তী খাস মহলের মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত নজরুল শেখ খাস মহল গ্রামের মৃত হুজুর শেখের ছেলে। এসময় গাজা মালিক আশরাফুল ও মিশকাত পালিয়ে যায়।

৪৭ বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার, সেলিম ভূঁইয়া জানান,শনিবার ভোররাতে ভারতীয় সীমান্ত রংমহল খাস মহল মাঠ দিয়ে কয়েকজন মাদক পাচারকারী মাদক নিয়ে আসছে।

এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্প কমান্ডার সঙ্গীয় সদস্য নিয়ে অভিযান চালালে খাসমহল গ্রামের সাকিমুদ্দিন এর ছেলে মিশকাত ও কালামের ছেলে আশরাফুল গাঁজা ফেলে পালিয়ে যায়। এসময় ভ্যানচালক নজরুল শেখকে আটক করতে সক্ষম হয় বিজিবি সদস্যরা।

নজরুলের ভ্যান থেকে বস্তাভর্তি ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

শনিবার বেলা দশটার দিকে গাজা বহনকারী নজরুল শেখ কে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এসআই জহির উদ্দিন জানান, গাঁজাসহ আটককৃত নজরুল শেখ কে মামলার আলামত সহ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষেই বাংলাদেশ গেমস আয়োজনের পরিকল্পনা

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস আয়োজন করতে চেয়েছিল বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)। গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই গেমস। করোনার ধাক্কায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয় বাংলাদেশ গেমস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ শেষ হবে আগামী বছরের ১৭ মার্চ। মুজিববর্ষেই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এই গেমস আয়োজন করতে চায় বিওএ। বিওএ’র পরিকল্পনা, আগামী ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চে অনুষ্ঠিত হতে পারে বাংলাদেশ গেমস।

বিওএ’র উপ-মহাসচিব আসাদুজ্জামান কোহিনুর বলেন, ‘দেশে করোনার প্রকোপ পুরোপুরি যায়নি। ফেব্রুয়ারিতে তা কোনদিকে মোড় নেয় সেটা বিবেচনা রয়েছে বিওএ’র। তাই গেমস নিয়েও পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে।’ প্রথমে বিওএ’র পরিকল্পনা ছিল ঢাকায় পুরো ৩১ ডিসিপ্লিনের গেমস আয়োজন করার। এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯-এর কারণে গেমসের কিছু ডিসিপ্লিন ঢাকার বাইরে করার সম্ভাবনা রয়েছে।

গেমসের উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠান করা হবে কি না এ নিয়েও ভাবছে বিওএ। যদি এ দুই অনুষ্ঠান না হয়, তাহলে বাজেট কমতে পারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের।

আগে বাজেট ছিল ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা। বাজেট কমলেও অবশ্য কোনো ডিসিপ্লিন বা ইভেন্ট কমার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে বিওএ সূত্রে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ঘূর্ণিঝড় লরার আঘাতে ১৪ জনের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য লুইজিয়ানায় ঘূর্ণিঝড় লরার আঘাতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দেশটির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় গণমাধ্যম এমন তথ্য জানিয়েছে।

অন্তত ১০ জন নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন লুইজিয়ানার গভর্নর বেল এডওয়ার্ডস। আর লোকজনের বাড়িঘরে গাছপালা উপড়ে পড়ে আরও চার জন নিহত হয়েছেন।-খবর এএফপির

ঘণ্টায় দেড়শ মাইল বেগের ঝড়ো হাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার লুইজিয়ানার ছোট শহর ক্যামেরনের ওপর দিয়ে চার মাত্রার এ ঘূর্ণিঝড়টি স্থলে আঘাত হানে।

দক্ষিণাঞ্চলীয় কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তাণ্ডব চালানো লরার কারণে প্রায় ৯ লাখ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি শিল্প প্ল্যান্টের রাসায়নিকেও আগুন লাগে।

বিবিসি জানিয়েছে, পরে শক্তি হারিয়ে ক্রান্তীয় ঝড়ে পরিণত হলেও লরার কারণে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।

বিপর্যয় মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছেন বেল এডওয়ার্ডস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হারিকেনের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে শনিবার অঙ্গরাজ্য দুটিতে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানার আগে লরা ক্যারিবীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশেও তাণ্ডব চালিয়েছিল। লরা ও আরেকটি ঝড় মার্কো ওই অঞ্চলের অন্তত ৩১ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী : ওবায়দুল কাদের

কোনোভাবেই দলে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া যাবে না জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

আজ শুক্রবার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অনুপ্রবেশকারীরাই দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। দুঃসময়ের পরীক্ষিত নেতাকর্মীরা কখনো দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ করে না। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

তিনি বলেন, তবে একথা সত্য যে, এখনো কোথাও কোথাও স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো স্বাস্থ্যসেবা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসকদের গ্রামমুখী হওয়ার যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে।

সরকারের এসব কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আগস্ট মাস নানা দিক বিবেচনায় বেদনাদায়ক মাস। বিশেষ করে ১৫ ও ২১ আগস্টের কারণে। ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। সবচেয়ে শোকের দিন । সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শ ও পথ ধরে। একটি সফল রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিকল্পনেই। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মুহূর্তের অনুপ্রেরণা।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসটি ২০১৮ সাল থেকে মাসব্যাপী উদযাপন হচ্ছে যা একটি সময়ের দাবি ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও বিবেচনা করায় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস শুধু বাঙালি জাতির নয় বরং সারা বিশ্বের। বিশ্ব মানবতার এক অপূরণীয় ক্ষতি ও এক হৃদয় বিদারক ক্ষমাহীন কলঙ্কিত অধ্যায় । আমাদের শপথ হোক সব বাঁধা পেরিয়ে দুর্নীতি মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার যেমনটি চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই শোক হবে শক্তি, এই শোক হবে জাগরণ, এই শোক হবে বঙ্গবন্ধুর চোখে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার অসীম প্রেরণা, এই শোক হবে হার না মানা লাল-সবুজ পতাকার চিরন্তন ঠিকানা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নয় এখন পৃথিবীর সম্পদ এবং বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুন্দর পৃথিবী গড়তে যুগযুগ প্রতীক্ষার পর কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে মহান ত্যাগ আর বিসর্জন দিয়ে চলে যান।

যা ইতিহাসের পাতায় বীরত্বের প্রেরণা অনুসরণীয়-অনুকরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকে। তেমনি গৌরবের এমন কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যু সভ্যতাকে লজ্জায়ফেলে পরাজিত করে, সীমাহীন অনুতপ্ততা, অপূরণীয় ক্ষতি আর ক্ষমাহীন ঘৃণার উদাহরণ হয়ে থাকে । এমন একটি অধ্যায় ইতিহাসের মহামানবদের একজন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

বঙ্গবন্ধু আজ শুধু ব্যক্তি দল বা দেশের নয়, একটি বিশ্বমানবতা একটি অধিকার একটি আন্দোলন একটি বিপ একটি অভ্যুত্থানের প্রতীক গোটা বিশ্বের সম্পদ, একটি ঐতিহাসিক রাজনীতির সফল প্রতিষ্ঠানের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বব্যাপী ঈর্ষণীয় এক জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র নেতা বঙ্গবন্ধু এই

নামটির সাথে মিশে আছে জীবনের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট হার না মানা পঁয়ত্রিশটি ছোট-বড় সংগ্রামের অমরকীর্তি গাঁথা জীবন্ত ইতিহাস শেখ মুজিবুর রহমান ।

১৫ আগস্টের সেই শিহরিত হৃদয়বিদারক শোকাহত ইতিহাসটি কি ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানতে হবে। প্রতিটি ছাত্র সমাজ যুবসমাজ সাংবাদিক সমাজ সভ্যসমাজকে এই ১৫ আগস্টের ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা স্বাধীনতার পক্ষে থাকবো, মানবতার পক্ষে থাকবো, শোষিতের পক্ষে থাকবো নাকি অধিকার হরণ শোষণ সাম্রাজ্যবাদী দুর্নীতিবাজ বিতর্কিতদের পক্ষে থাকবো?

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর মৃত্যু নেই কেননা একটি জাতি, রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এ ভূখন্ডের আকাশ বাতাস মাটি আর মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন তিনি । বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শের নাম মানবতার ফেরিওয়ালা। পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তনে যে কজন মহান নেতা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যেঅন্যতম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫সাল ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রথম প্রহর বাংলার আকাশে গভীর ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ ।

বাংলাদেশের মাটিতে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী বলে অহংকার করা পাকিস্তানি বাহিনীর অপমানজনক পরাজয় এবং অসহায় আত্মসমর্পণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান সামরিক সরকার । তাই ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তারা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাকে আইএসআই দায়িত্বদেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য । পৃথিবীর শাসক সম্রজ্যবাদী শক্তিগুলোর সরাসরি মদদ ছিল।

বঙ্গবন্ধুর মতো আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়নেতাকে সরিয়ে দেওয়াটা সত্যিই অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট। বিশ্বের প্রভাবশালী আমেরিকা সহ জাতিসংঘ মিশনের মাধ্যমে তারা এই বাংলাকে ফিরে পেতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। সেই সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির বন্ধু নয় তিনি হয়েছিলেন গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষের প্রকৃত বন্ধু আর

অন্যদিকে হয়েছিলেন শোষকদের শত্রু। পরাজিত সাম্রাজ্যবাদীরা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান এবং উদার হৃদয়ের প্রিয় মানবতাবাদি নেতাকে কখনো মেনে নিতে পারেনি।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী অপমানজনক পরাজিত পাকিস্তানের প্রতিশোধ অন্যদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কঠোর হুঁশিয়ারি সেই কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষিত চক্র আর দেশীয় শত্রুদের মসনদ লোভের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে বাংলার রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন । যা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম এক হৃদয়বিদারক ক্ষমাহীন কলঙ্কিত ঘটনা।

এসব ঘটনার আগে বঙ্গবন্ধুকে অনেক মিত্রই সতর্ক করেছিলেন এমনকি আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তখনকার দিনের তুখোড় ছাত্রনেতা এবং এমপি আব্দুল হামিদও বলেছিলেন। কিন্তু অকুতোভয় উদার আত্মবিশ্বাসী মানুষটি উপেক্ষা করেছিলেন সব সতর্কবাণী। বলেছিলেন ওরা আমার সন্তান আমার কোন ক্ষতি করবেনা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র আর পাকিস্তানি সিআইএর গোপন তৎপরতা তাদের এদেশীয় দোসররা স্বার্থন্বেষী বিপথগামী কিছু সেনাবাহিনীর সদস্য এবং বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের প্রাণের রাজনীতিবিদদের অন্যতম খলনায়ক খন্দকার মোশতাকএবং মেজর জিয়াসহ কিছু বিপথগামী সেনা অফিসার দিয়ে ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সপরিবারে ১৮ জনকে হত্যা করা হয় ।

বঙ্গবন্ধু তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত ভাগ্নে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তার সন্তানসম্ভ্যবা স্ত্রী আরজু মনি বেবী সেরনিয়াবাত সুকান্ত বাবু আরিফ আব্দুল নাঈম খান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব কর্নেল জামিল শাহাদাত বরণ করেন। (চলবে)